কিয়াম করলেন, প্রায় যত সময় রুকু করেছিলেন তত সময় পর্যন্ত। তারপর তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং এতে বললেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা"। তাঁর সিজ্‌দাও ছিল প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান। (মুসলিম)

١١٧٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَىُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « طُوْلُ الْقُنُوْتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন নামায উত্তম ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত হয়। (মুসলিম)

١١٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর কাছে (নফল নামাযের মধ্যে) প্রিয়তম নামায হচ্ছে হযরত দাঊদ (আ.)-এর মতো নামায পড়া। আর (নফল রোযার মধ্যে) আল্লাহর কাছে প্রিয়তম রোযা হচ্ছে হযরত দাঊদ (আ.)-এর মতো রোযা রাখা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন। রাতের তৃতীয় অংশে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তারপর শেষের ষষ্ঠ অংশে শুয়ে পড়তেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফ্‌তার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ فِىْ الَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাতে এমন একটি দু'আ কবুলের সময় আছে যখন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কোন দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্য তা কবুল করেন। আর এ সময়টি রয়েছে প্রত্যেক রাতে। (মুসলিম)

١١٧٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে নামাযের জন্য ওঠে তখন যেন দু'টি হাল্‌কা রাকা'আত (নামায) দিয়েই শুরু করে। (মুসলিম)

١١٨٠– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে নামায পড়তে উঠতেন প্রথম দু'টি হাল্‌কা রাকা'আত দিয়ে শুরু করতেন। (মুসলিম)

١١٨١– وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কখনো রোগজনিত কষ্টের দরুন বা অন্য কোন কারণে রাতে নামায পড়তে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা ১২ রা'আকাত পড়ে নিতেন। (মুসলিম)

١١٨٢– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত অযীফা বা ঐ ধরণের কোন কিছু না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর তা পড়ে ফজর ও যুহরের নামাযের মাঝ খানে তার জন্য এমন সাওয়াব লেখা হয়, যেন সে রাতেই তা পড়েছে। (মুসলিম)

١١٨٣– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ » . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১১৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম হন যে রাতে ঘুম থেকে

জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর স্ত্রী যদি উঠতে অস্বীকার করে তা হলে তার মুখে পানির ছিটে দেয়। মহান আল্লাহ্ সেই মহিলার প্রতি রহম হন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাঊদ)

١١٨٤- وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ الَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِىْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৮৪. হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা (তিনি বলেছেন) দু' রাকা'আত নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম যিকরকারী ও যিকরকারিণীদের মধ্যে লিখে নেওয়া হয়। (আবু দাঊদ)

١١٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِىْ الصَّلاَةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কারোর নামাযের মধ্যে ঝিমুনী আসে, সে নামায ছেড়ে দিয়ে যেন এতটা পরিমাণ ঘুমিয়ে নেয় যার ফলে তার ঘুম চলে যায়। কারণ যখন তোমাদের কেউ ঝিমাতে ঝিমাতে নামায পড়ে তখন হয়তো সে ইস্তিগফার করতে চায় কিন্তু তার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় খারাপ কথা তার নিজের বিরুদ্ধে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে থাকে এ অবস্থায় (ঘুমের প্রভাবের কারণে) তার মুখ দিয়ে কুরআন পড়া যদি কঠিন হয়ে পড়ে এবং সে কি বলছে তার কোন খবরই তার না থাকে তাহলে সে যেন শুনে পড়ে। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْح

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের কিয়াম-তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব।

١١٨٧– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব অর্জনের আশায় রমযানে কিয়াম করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٨– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কিয়াম করার (তারাবীহ্ পড়ার) ব্যাপারে কেবল উৎসাহিত করতেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তাকীদ সহকারে হুকুম দিতেন না (যাতে এটা ফরয না হয়ে যায়)। তাই তিনি বলতেন ঃ যে কেউ ঈমান সহকারে ও সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে রমযানে কিয়াম করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ أَرْجَى لَيَالِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ লাইলাতুল কাদ্‌রে কিয়াম করার ফযীলত ও সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر : ١)

“নিঃসন্দেহে আমি কুরআন নাযিল করেছি কাদ্‌রের রাতে”। (সূরা কাদ্‌র ঃ ১)

إِنَّا أَنْزَلْنَا فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ... الآيَات (الدخان : ٣)

“নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ রাতে”। (সূরা দুখান ঃ ৩)

١١٨٩– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব হাসিলের আশায় কাদ্‌রের রাতে কিয়াম করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٠– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের মধ্য থেকে কয়েক জনকে রমযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের মধ্যমে শবে-কাদ্‌র দেখানো হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে ঐক্যমত সাধিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি শবে-কাদ্‌র খুঁজতে চায় তার এই শেষ সাত রাতের মধ্যে খোঁজা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ রমযানের শেষ দশ রাতে শবে-কাদ্‌রের তালাশ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٢– وَعَنْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৯২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে-কাদ্‌রের তালাশ কর। (বুখারী)

١١٩٣– وَعَنْهَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবার বর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহর ইবাদাত)) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٤– وَعَنْهَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِىْ رَمَضَانَ مَا لاَيَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ وَفِىْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ ، مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের (আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর তার শেষ দশ দিনের এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম)

١١٩٥– وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَىَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا ؟ قَالَ : « قَوْلِىْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১১৯৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জানতে পারি কোন্ রাতটি 'কাদ্‌রের রাত, তাহলে আমি তাতে কি বলবো? জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে “আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফা'ফু আননী” –হে আল্লাহ! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করা ভালবাস, কাজেই আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিস্ওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলত।

١١٩٦– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لِأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবার আশংকা না হতো অথবা লোকদের কষ্টের ভয় না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٧– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَى اللَّيلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৭ হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ ঘঁষতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাঁর মিস্ওয়াক ও অযূর পানি তৈরী রাখতাম। মহান আল্লাহ রাতে তাঁকে জাগাতেন যখন চাইতেন, তখন তিনি উঠে মিস্ওয়াক করতেন, অযূ করতেন এবং নামায পড়তেন। (মুসলিম)

١١٩٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৯৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিস্ওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাকীদ করেছি। (বুখারী)

١٢٠٠- وَعَنْ شَرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِأَىِّ شَىءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০০. হযরত শুরাইহ্ ইব্ন হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করার পর প্রথমে কোন্ কাজটি করতেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ প্রথমে মিস্ওয়াক করতেন। (মুসলিম)

١٢٠١- وَعَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০১. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম-তখন তিনি মিস্ওয়াকের কিনারা দাঁতে লাগিয়ে রেখেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ » رَوَاهُ النِّسَائِىُّ.

১২০২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মিস্ওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (নিসায়ী)

١٢٠٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « اَلفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : اَلْخِتَانُ ، وَالْاَسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ঃ ১. খীত্না করা, ২. নাভিমূলের পশম কাটা, ৩. নখ কাটা, ৪. বগলের পশম উঠিয়ে ফেলা এবং ৫. গোঁফ কাটা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةَ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » قَالَ الرَّاوِيُ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمُضْمَضَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিত্রাতের (মানুষের স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন প্রণালী) অন্তর্ভুক্ত ঃ ১. মোঁচ কেটে ফেলা, ২. দাড়ি বড় করা, ৩. মিস্ওয়াক করা। ৪. নাকে পানি দেয়া, ৫. নখ কাটা। ৬. আংগুলের জোড় ধুয়ে ফেলা। ৭. বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা। ৮. নাভিমুলের চুল কাটা। ৯. ইস্তিনজা করা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ দশমটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। (মুসলিম)

١٢٠٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মোঁচ কাটা এবং দাড়ি ছাড় লম্বা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَأكِيْدِ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ وَبَيَانِ فَضْلِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হবার তাকিদ, এর ফযীলত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَأَتُوْا الزَّكَاةَ (البقرة : ٤٣)

“আর নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।” (সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

وَمَا أُمِرُوْآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (البينة : ٥)

"অথচ তাদেরকে এমনি হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যাতে তা একমুখী হয়ে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আর তারা যেন নিয়মিতভাবে নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে। এটিই হচ্ছে সঠিক দীন।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبة : ١٠٣)

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর, যার সাহায্যে তুমি তাদেরকে গুনাহমুক্ত করবে এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দেবে।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

١٢٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৬. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। ১. একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা। ৫. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٧- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَأَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৭. হযরত তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক নজদবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। তাঁর আওয়াজ আমাদের কানে আসছিল কিন্তু তিনি কি বলছিলেন তা বুঝা যাচ্ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন ঃ সারা রাতদিনে পাঁচ বার নামায (ফরয)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো ছাড়া আরো কোন নামায কি আমার ওপর ফরয ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন নামায ফরয নেই। তবে তুমি নফল নামায চাইলে পড়তে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রমযানের রোযাও (ফরয)। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আর রোযা কি আমার ওপর ফরয? জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন রোযা ফরয নেই। তবে ইচ্ছে করলে নফল রোযা রাখতে তপার। (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আর কোন সাদাকা কি আমার ওপর ফরয ? জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন সাদাকা ফরয নেই। তবে যদি তুমি চাও নফল সাদাকা করতে পার। অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এর ওপর কিছু বাড়াবো না এবং এর থেকে কিছু কমানোও না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি এ ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে একথা বলে থাকে তাহলে সে সফলকাম হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى ، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আযকে ইয়ামনে পাঠান। (পাঠাবার পূর্বে) তাঁকে বলেন ঃ তাদেরকে (ইয়ামনবাসী) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' একথার সাক্ষ্য দেবার দাওয়াত দাও। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে (দাওয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে জানাও আল্লাহ দিনরাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাদেরর ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৯. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা্বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। আর যখন তারা এগুলো করবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদকে তারা আমার কাছ থেকে সংরক্ষিত করে নিবে এবং তাদের হিসেব নিকেশ হবে আল্লাহর কাছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ » ؟ ! فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১০. হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর স্থলে মুসলমানদের খলীফা হলেন এবং আরবে যাদের কুফরী করার ছিল তারা কুফরী করলো (এবং আবু বকর (রা.) তাদের সাথে লড়াই করার সংকল্প করলেন)। এ সময় হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ আপনি কেমন করে লোকদের সাথে লড়াই করবেন ? কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর স্বীকারোক্তি করে নেয় তবে তার হক ছাড়া, আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে। এ কথায় হরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্য তার সাথে যুদ্ধ করবো। কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক। আল্লাহ্

কসম, তারা যদি আমাকে উটের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা পর্যন্ত দিয়ে এসেছে তাহলে আমি তাদের এ অস্বীকৃতির জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত উমার (রা.) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি দেখেছিলাম আল্লাহ আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন কথাই ছিল না। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকরের কথাই সত্য। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١١- وَعَنْ أَبِى أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ : « تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১১. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে এমন আমলের কথা জানান যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়িম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : « تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ » قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ، « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নিয়মিত নামায পড়, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রমযানের রোযা রাখ। সে ব্যক্তি বললো ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আমি এর ওপর কিছুই বৃদ্ধি করব না। তারপর যখন সে ফিরে যেতে লাগলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতের কোন অধিবাসীকে দেখে নয়ন জুড়াতে চায় সে ঐ লোকটিকে দেখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٣- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৩. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলাম নামায কায়িম করা, যাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার ওপর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدَّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرِدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدَّى مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بَقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِد مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، وَلاَ عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : « اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ : هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰه فِىْ ظُهُوْرِهَا ، وَلاَ رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه لأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ

مَـرْجٍ ، أَوْ رَوْضَـةٍ ، فَـمَـا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَجِ أَو الرَّوْضَـةِ مِنْ شَىءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَـهُ عَـدَدَ مَـا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَـهُ عَـدَدَ أَرْوَاثِهَـا وَأَبْوَالِهَـا حَسَنَاتٌ ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَـا فَـاسْتَنَّتْ شَرَفًـا أَوْ شَـرَفَـيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَـهُ عَـدَدَ آثَـارِهَـا ، وَأَرْوَاثِهَـا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَـرَّ بِهَـا صَاحِبُهَـا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْـهُ وَلاَ يُـرِيْدُ أَن يَسْقِيَـهَـا إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَـهُ عَدَدَ مَـا شَرِبَتْ حَسَنَـاتٍ ». قِـيْلَ : يَـا رَسُـوْلَ اللّٰهِ فَـالْحُمُـرُ ؟ قَـالَ : « مَـا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِىْ الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَـةُ الْفَـاذَّةُ الْجَـامِعَةُ : فَـمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْـهِ.

১২১৪: হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক নিজের মালের হক (যাকাত) আদায় করে না (তার জেনে রাখা উচিত), কিয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনে জ্বালিয়ে তা দিয়ে পিণ্ড বানানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং (কবর থেকে ওঠার সাথে সাথেই) ঐ ব্যক্তির পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠ তা দিয়ে দাগানো হবে। যখনই ঐ পিণ্ডগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সংগে সংগেই সেগুলিকে আবার জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তাকে বারাবর দাগানো হতে থাকবে সেই দিন যার দীর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এমন কি অবশেষে লোকদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তারা জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে (এবং সেদিকে চলতে থাকবে)। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবা দিলেন ঃ উটের ব্যাপারেও যদি কোন উটের মালক উটের হক আদায় না করে থাকে (তাহলে তারও সেই দশা)। আর তার হকের মধ্যে (যাকাত ছাড়া) একটি হক হচ্ছে যেদিন তাদেরকে পানি পান করার জন্য আনা হয় সেদিনকার দুধ (সাদাকা করে দেয়া)। (যদি সে তাদের হক আদায় না করে থাকে তাহলে) কিয়ামতের দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে তাকে (উটের মালিক) উটগুলোর পায়ের নীচে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। ঐ উটগুলি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মোটা। তাদের একটি বাচ্চাও কম হবে না। তারা সবাই নিজেদের পায়ের তলায় তাকে মাড়াবে ও দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াবে। যখন একদিক দিয়ে খতম হয়ে যাবে তখন আবার অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। এমনকি অবশেষে লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত ও জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গরু ও ছাগলের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেন ঃ তাদের ব্যাপারেও, যে গরু ও ছাগলের মালিক তাদের যাকাত আদায় করবে না তাকেও কিয়ামতের

দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে ঐ গরু ও ছাগলগুলোর পায়ের তলায় উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। সে সময় তারা সবাই হাজির থাকবে, একজনও হারিয়ে যাবে না। তাদের একজনেও শিং পেছন দিকে মোড়ানো থাকবে না, এক জনও শিংবিহীন হবে না এবং একজনেরও শিং ভাঙ্গা হবে না। তারা নিজেদের শিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকবে এবং পায়ের খুব দিয়ে মাড়াতে থাকবে। যখন একদিক দিযে শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। এমনকি অবশেষে লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘোড়ার ব্যাপরে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ ঘোড়া তিনভাগের বিভক্ত হবে। কিছু ঘোড়া তো তাদের মালিকদের জন্য বোঝায় পরিণত হবে। কিছু ঘোড়া তাদের মালিকদের জন্য আবরণ হবে। আর কিছু ঘোড়া হবে তাদের মালিকদের জন্য প্রতিদান। যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য বোঝা ও গুনাহে পরিণত হবে, তাহচ্ছে সেই সব ঘোড়া যাদেরকে তার মালক শুধুমাত্র লোক দেখাবার জন্য, গর্ব করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য পালন করে। এ ধরণের ঘোড়া তার জন্য বোঝা। আর যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যাদেরকে মালিক পালন করে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক, তারপর তাদের পিঠও ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহ যে হক নির্ধারণ করেছেন তাও বিস্মৃত হয় না। এ ধরনের ঘোড়া হচ্ছে মালিকের জন্য আবরণ। আর যে সব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ তা হচ্ছে যাদেরকে তাদের মালিক আল্লাহর পথে নিছক মুসলমানদের (জিহাদের) জন্য সবুজ শ্যামল চারণ ক্ষেত্রে অথবা বাগানে ছেড়ে দেয়। প্রতিদিন তারা ঐ চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে যে পরিমাণ ঘাস পাতা খায় তার প্রত্যেকটি ঘাসের পাতার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে একটি নেকী লেখা হয়। আর সারাদিন তারা যত বার পেশাব করে ও মলত্যাগ করে ততবারই তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর তারা পাহাড়ের টিলায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করে সারা দিনে যেসব দড়ি ছেঁড়ে তার বদলায় মহান আল্লাহ তাদের প্রতিটি পায়ের দাগ ও পদক্ষেপের পরিমাণ নেকী লেখেন। আর যখন এই ঘোড়ার মালিক তাদেরকে পানির ঝরণার কাছ দিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা পানি পান করে, যদিও তাদের মালিকের নামে একটি করে নেকী লেখেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধার ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ গাধার ব্যাপারে আমার কাছে কোন হুকুম আসেনি, তবে এ সম্পর্কে কুরআনের একটি নজিরও ব্যাপক অর্থব্যাঞ্জক আয়াত আমার কাছে আছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।" -(সূরা যিল্‌যাল ঃ ৫) (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَبَيَانِ فَضْلِ الصِّيَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলত ও তার আনুসংগিক বিষয়সসমূহ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىَ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... (البقرة : ١٨٣-١٨٥)

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল। .... এই রমযান মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়েত এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, কাজেই আজ থেকেই যে ব্যক্তি এমাস পাবে, তার জন্য এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য, আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। ....”। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩ – ১৮৫)

١٢١٥– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّىْ صَائِمٌ ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান পরাক্রশালী আল্লাহ্ বলেছেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান। আর রোযা হচ্ছে (গুনাহ্ থেকে) ঢাল স্বরূপ। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন বাজে কথা না বলে, চেঁচামেচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশ্‌কের চাইতেও সুগন্ধ যুক্ত। রোযাদারের দু'টি আনন্দ, যা সে লাভ

করবে। একটি হচ্ছে, সে ইফ্‌তারের সময় খুশী হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٦– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰه نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة : يَا عَبْدَ اللّٰه هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةَ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة » قَالَ أَبُوْ بُكْرٍ ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

১২১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি জোড়া (কোন জিনিস) দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে এই বলে ডাকা হবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা! এই যে এই দরজাটি তোমার জন্য ভালো! কাজেই নামাযীদেরকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। মুজাহিদদেরকে ডাকা হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোযাদারদেরকে ডাকা হবে 'রাইয়ান' দরজা থেকে। সাদ্‌কা দাতাদেরকে সাদাকার দরজা থেকে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে একথা শুনে) হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার ওপর কুরবান হোক, যে ব্যক্তিকে ঐ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে এবং যদিও এর কোন প্রয়োজন নেই তবুও কাউকে কি ঐ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে ? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٧– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَة ، لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ ، يَقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلَقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

১২১৭. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় 'রাইয়ান'। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ

করতে পারবেন না। বলা হবে ঃ রোযাদাররা কোথায়? তখন রোযাদারা দাঁড়িয়ে যাবেন। সেই দরজা দিয়ে তাঁরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে যাবেন তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٨– وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه إِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার এই একটি দিনের বদৌলতে আল্লাহ তাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٩– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সাওয়াব লাভের আশা রমযানের রোযা রাখেন তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٠– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢١– وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « صُوْمُوْا لِرُوْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার কর। আর যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবান মাসের তিরিশ তারিখ পূর্ণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْجَوْدِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ وَالْاِكْثَارِ مِنَ الْخَيْرِ فِى شَهْرَ رَمَضَانَ وَالزِّيَادَةِ مِنْ ذَلِكَ فِىْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা।

١٢٢٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। আর বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেশী বেড়ে যেতো যখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর সাথে রমযানের প্রতি রাতে দেখা করতেন এবং তাঁকে কুরআন শেখাতেন। তবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করতেন তখন তাঁর দানশীলতা বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাসের চাইতেও বেশী কল্যাণকামী হয়ে যেতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَى الَّيْلُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে (সারা) রাত জাগতেন, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে খুব বেশী করে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانِ إِلاَّ لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِإِنْ كَانَ عَادَتَهُ صَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسُ فَوَافَقَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে।

١٢٢٤– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রমযানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা না রাখে। তবে যে ব্যক্তি ঐ দিনগুলোর রোযা রাখা অভ্যাস হয়ে গেছে সে যেন ঐদিনগুলোয় রোযা রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٥– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের আগে রোযা রেখো না। বরং চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝখানে মেঘের আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে (সাবান মাস) ৩০ দিন পূর্ণ কর। (তিরমিযী)

١٢٢٦– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا بَقِىَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন শাবান মাসের অর্ধেক বাকি থাকে তখন আর রোযা রেখো না। (তিরমিযী)

١٢٢٧– وَعَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ « مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১২২৭. হযরত ইয়াকযান আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন (অর্থাৎ মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যাওয়ার দরুণ যে দিন রোযা রাখ সন্দেহমুক্ত) রোযা রাখে, সে আবুল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফারমানী করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হবে

١٢٢٨- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২২৮. হযরত তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম রাতের চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আম্‌নে ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস সালামাতি ওয়ালা ইসলামি, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহু হিলা-লু রুশ্‌দি ওয়া খাইর –হে আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের ওপর উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সথে। (হে চাঁদ) তোমার ও আমার প্রভু-একমাত্র আল্লাহ। (হে আল্লাহ!) এ চাঁদ যেন সঠিক পথের ও কল্যাণের চাঁদ হয়"। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَتَأْخِيرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوْعَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সেহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত এবং ফজরের উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সেহরী খাওয়া।

١٢٢٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেহ্‌রী খাও। কারণ সেহ্‌রীর মধ্যে রয়েছে বরকত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قِيْلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩০. হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহ্‌রী খেলাম, তারপর নামাযের জন্য দাঁড়ালাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ সেহ্‌রী ও আযানের মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? জাবাব দিলেন ঃ পশ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়ের ব্যবধান ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلَالُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ،

فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ » قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقَى هٰذَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়ায্‌যিন ছিল দু'জন ঃ হযরত বিলাল ও ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বিলাল রাত্রি বেলা আযান দেয়। কাজেই তাঁর আযানের পর পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (ফযরের) আযান দেয়। (ইব্‌ন উমার) বলেন ঃ তাঁদের দু'জনের আযানের মধ্যে পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, একজন নামতেন এবং আরোহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩২. হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাদের রোযা ও আহ্‌লে কিতাবদের রোযা মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহ্‌রী খাওয়া। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফ্‌তার করার ফযীলত এবং কি দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে ও ইফ্‌তারের দু'আ

١٢٣٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৩. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যতদিন দ্রুত (সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে) ইফ্‌তার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٤- وَعَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ : رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلاَهُمَا لاَيَأْلُوْ عَنِ الْخَيْرِ : أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، قَالَ : عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ : هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩৪. হযরত আবু আতীয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও মাসরূক (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) কাছে গেলাম। মাসরূক (র.) বললেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী সৎকাজ করার ব্যাপারে কোন প্রকার গড়িমসি করেন না। তাঁদের একজন দ্রুত মাগরিবের নামায পড়েন এবং দ্রুত ইফতার করতেন। আর অন্যজন বিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং বিলম্বে ইফতার করেন। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে দ্রুত মাগরিব পড়েন এবং ইফ্তার করেন? মাসরুক (র) জবাব দিলেন ঃ আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন। (মুসলিম)

١٢٣٥– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِىْ إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা দ্রুত ইফ্তার করে তারাই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযী)

١٢٣٦– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৬. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রাত্র ঐ (পূর্ব) দিক থেকে আসে এবং দিন ঐ (পশ্চিম) দিকে চয়ে যায় আর সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফ্তার করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٧– وَعَنْ أَبِى إِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ : « يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৭. হযরত আবু ইব্রাহীম আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন

তিনি ছিলেন রোযাদার। যখন সূর্য ডুবে গেলো, তনি কাওমের এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে উমুক! (সাওয়ারী থেকে নেমে) আমাদের জন্য ছাতুগুলো দাও। লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাঁঝ হতে দিন। জবাবে তিনি বললেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। লোকটি বললো ঃ এখনো তো দিন বাকি আছে? জবাবে তিনি (আবার) বললেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা.) বলেন ঃ সে ব্যক্তি নেমে গেলো এবং ছাতুগুলো তাঁর সামনে আনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন এবং হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন ঃ যখন রাতকে ওদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখবে তখন রোযাদারের রোযা খুলে ফেলা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٨- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ.

১২৩৮. হযরত সালমান ইব্‌ন আমির দাব্বী সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা ইফ্‌তার করে তখন তার খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করা উচিত। তবে যদি সে খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করা উচিত। কারণ পানি হচ্ছে পবিত্র। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٣٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتُ فَتُمَيْرَاتُ فَإِنْ لَمْ لَكُنْ تُمَيْرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৩৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পূর্বে ইফ্‌তার করতেন কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে। যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। আর যদি তাও না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابَ أَمْرِ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ الْمُخَالِفَاتِ وَالْمُشَاتِمَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়ত বিরোধী এবং এই ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অংগকে বিরত রাখার নির্দেশ।

١٢٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে যে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

بَابُ فِيْ مَسَائِلِ مِنَ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসাইল।

١٢٤٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রেখে রোযার কথা ভুলে যায় এবং কিছু খেয়ে ফেলে বা পান করে, তার রোযা পুরো করা উচিত?। কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٣- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوْءِ ؟ قَالَ : « أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১২৪৩. হযরত লাকীত ইবন সাবিরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অযূর ব্যাপারে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ পরিপূর্ণভাবে অযূ কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খেলাল কর। আর যদি রোযা না রেখে থাকো তাহলে নাকের মধ্যে বেশী জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারের কারণে সকালে জুনূবী (যার ওপর গোসল ফরয) অবস্থায় উঠতেন, তারপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৫. হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অনেক সময় স্বপ্নদোষ ছাড়াই জুনূবী অবস্থায় সকালে উঠতেন তারপর তিনি যথারীতি) রোযা রাখতে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَشَعْبَانَ وَالأَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসগুলোতে রোযা রাখার ফযীলত।

١٢٤٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পর মর্যাদাপূণ রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর মর্যাদাপূর্ণ নামায হচ্ছে রাত্রির (তাহাজ্জুদ) নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وَفِىْ رِوَايَةٍ : كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের চাইতে বেশী আর কোন মাসে রোযা রাখতেন না। কারণ তিনি পুরো শাবান মাসে রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٨- وَعَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيْهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهَا أَتَى رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه أَمَا تَعْرِفُنِىْ ؟ قَالَ : « وَمَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : أَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِىْ جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، قَالَ : « فَمَا غَيَّرَكَ ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ » قَالَ : مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلاَّ بِلَيْلٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ! »

ثُمَّ قَالَ : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » قَالَ : زِدْنِى : فَإِنَّ بِى قُوَّةً ، قَالَ : « صُمْ يَوْمَيْنِ » قَالَ : زِدْنِى ، قَالَ : « صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » قَالَ : زِدْنِى ، قَالَ : « صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ » وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ فَضَمَّهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৪৮. হযরত মুজীবা আল-বাহিলীয়া তাঁর পিতা থেকে বা চাচা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বা চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তারপর তিনি চলে যান এবং এক বছর পর আবার হাযির হন। তখন তাঁর অবস্থাও চেহারা সুরাত (অনেক) বদলে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি জবাব দেন ঃ তুমি কে? বলেন ঃ আমি হলাম সেই বাহিলী, প্রথম বছরে আপনার কাছে এসেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার এই পরিবর্তন কেমন করে হলো, তোমার চেহারা সুরাত না বেশ সুন্দরই ছিল ? হযরত বাহিলী (রা.) জবাব দেন ঃ সেবারে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকে আমি রাত্রে ছাড়া আর কখনো খাবার খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কেন তুমি নিজের নাফসকে কষ্ট দিয়েছো ? তারপর বললেন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখ আর এরপর প্রত্যেক মাসে একদিন করে (রোযা রাখ)। হযরত বাহিলী (রা.) আরয করেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন, কারণ আমার মধ্যে এর শক্তি আছে। জবাব দেন ঠিক আছে, প্রতি মাসে দু'দিন করে। হযরত বাহিলী (রা.) বলেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন, তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন করে। হযরত বাহিলী (রা.) বলেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন ঃ ব্যাশ, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখ ও ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর তিনি নিজের তিন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন, প্রথমে তাদেরকে মিলান তারপর ছেড়ে দেন (এর অর্থ হচ্ছে তিন দিন রোযা রাখ এবং তিন দিন ছেড়ে দাও)। (আবু দাউদ)

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিল-হজ্জ-এর প্রথম দশদিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলত।

١٢٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِى : أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ، وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১২৪৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দিন নেই যেদিনে কৃত নেক আমল এসব দিন অর্থাৎ যুল-হিজ্জার প্রথম দশদিনের নেক আমলের মত আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদের মত (নেকী) আমল ও কি নয়? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদের মত (নেক) আমলও নয়। তবে যে ব্যক্তি তাদের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে বের হল এবং এর কোনটা নিয়েই আর ফিরে আসল না। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ وَتَاسُوْعَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা ও আশুরার দিন এবং মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত।

١٢٥٠- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫০. হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন ঃ এতে বিগত বছরের আগামীর গুনাহ কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٢٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরায় দিন রোরা রাখতেন এবং ঐ দিন রোযা রাখার হুকুম দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٢٥٢- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫২. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ এতে বিগত দিনের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

٢١٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আগামী বছর পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে নয় তারিখের রোযা রাখবো। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٤- عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৪. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো সে যেন এক বছরে রোোযা রাখলো। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٥- عَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৫. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সোমবারের রোযা সম্পর্কে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন আমার জন্ম হয়েছিল, আমার ওপর নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অথবা একথা বলেছিলেন এ দিনের আমার উপর (প্রথম) অহী নাযিল করা হয়েছিলো। (মুসলিম)

١٢٥٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَأَنَا صَائِمٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ~~থেকে~~ বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (মহান আল্লাহর সমীপে) আমল পেশ করা হয়। কাজেই আমি চাই আমার আমল যেন এমন অবস্থায় পেশ করা হয় যখন আমি রোযা রাখা অবস্থায় থাকি। (তিরমিযী)

١٢٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৫৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার জন্য আগ্রহী থাকতেন। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلاَثَه أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٨– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৮ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়্যত করে গেছেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের দুই রাকা'আত নামায এবং (তৃতীয়টি হচ্ছেঃ) শুয়ে পড়ার পুর্বে যেন আমি বিত্‌র পড়ে নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥٩– وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِىْ حَبِيْبِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৯. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়্যত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনো ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের নামায এবং (তৃতীয়টি হচ্ছে) বিত্‌র না পড়ে যেন কখনো না ঘুমাই। (বুখারী)

١٢٦٠– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মানে হচ্ছে সারা বছর রোযা রাখা (এতে সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যায়।)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦١– وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَقُلْتُ : مِنْ أَىِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ أَىِّ الشَّهْرِ يَصُوْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৬১. হযরত মু'আযা আল-আদাবীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) কে প্রশ্নে করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখতেন? তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, মাসের কোন অংশে তিনি রোযা রাখতেন ? জবাব দিলেন ঃ তিনি এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন না বরং মাসের যে অংশে চাইতে রোযা রাখতেন। (মুসলিম)

١٢٦٢- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ « إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৬২. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখতে চাও, তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা রাখ। (তিরমিযী)

١٢٦٣- وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৬৩. হযরত কাতাদা ইব্ন মিলহান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমদেরকে আইয়ামে বীযের রোযা রাখার হুকুম দিতেন। (~~আইয়ামে বীযের দিনগুলো~~ হলো ঃ মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে।) (আবু দাঊদ)

١٢٦٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ « لَايُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِىْ حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ . رَوَاهُ النَّسَائِىْ.

১২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে অবস্থানকালে বা সফররত অবস্থায় কখনো আইয়ামে বীযের রোযা ছাড়তেন না। (নাসঈ)

بَابُ فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا وَفَضْلِ الصَّائِمُ الَّذِىْ يُوْكَلُ عِنْدَهَ وَدُعَاءُ الْآكِلِ لِلْمَاكُوْلِ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারকে ইফ্তার করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলত আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা।

١٢٦٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَىءٌ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৬৫. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল জুহানী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্‌তার করায় সে তার (রাযাদার) সমান প্রতিদান পায় কিন্তু এর ফলে রোযাদারের প্রতিদানের মধ্যে কোন কমতি হবে না। (তিরমিযী)

١٢٦٦- وَعَنْ أُمّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ : « كُلِىْ » فَقَالَتْ : إِنِّىْ صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوْا » وَرُبَّمَا قَالَ : « حَتَّى يَشْبَعُوْا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৬৬. হযরত উম্মে উমারা আল-আনসারীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) তাঁর খেদমতে গেলেন। তিনি তাঁর সামনে খাবার এনে রাখলেন। নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ 'তুমিও খাও'। তিনি বলেন ঃ 'আমি তো রোযাদার।' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রোযাদারের সামনে যখন অন্য লোকেরা আহার করেন তখন তাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা তাঁর (রোযাদার) ওপর রহমত নাযিল করতে থাকে। আবার অনেক সময় বলেন ঃ "তারা পেট ভরে আহার না নেয়া পর্যন্ত।" (তিরমিযী)

١٢٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) সা'দ ইব্‌ন উবাদার নিকট আসেন। হযরত সা'দ (রা.) তাঁর জন্য রুটি ও যয়তুনের তেল নিয়ে আসেন। তিনি তা আহার করেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমার কাছে রোযাদার ইফ্‌তার করলো এবং সজ্জনরা তোমার খাদ্য আহার করলো। আর ফিরিশ্‌তাগণ তোমার জন্য ইস্তিগফার করলো। (আবু দাউদ)

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় ঃ ই’তিকাফ

بَابُ فَضْلِ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইতিকাফের ফযীলত।

١٢٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ই’তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওফাত দান করার আগে পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে রমযান মাসের শেষ দশদিন ই’তিকাফ করতেন। তারপর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ই’তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ই’তিকাফ করতেন। তারপর যখন সেই বছরটি এলো তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বছর তিনি ২০ দিন ই’তিকাফ করেন। (বুখারী)

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

অধ্যায় ঃ হজ্জ ফরয হওয়া এবং এর ফযীলত।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهِ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران : ٩٧)

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জাহানের অমুখাপেক্ষী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

١٢٧١– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপন করা হয়েছে ঃ একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٢– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا » فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ « ثُمَّ قَالَ : « ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ ? তিনি চুপ করে রইলেন। এমন কি ঐ ব্যক্তি এ প্রশ্নটি পর পর তিনবার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি আমি ‘হাঁ’ বলে দিতাম তাহলে তোমাদের ওপর প্রতি বছর হজ্জ ফরয হয়ে যেতো, অথচ এটা পালন করার শক্তি তোমাদের থাকতো না। অতপর তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেই তোমরাও আমাকে ছেড়ে দিয়ে রেখো। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা অত্যধিক প্রশ্ন করার ও নিজেদের নবীদের ব্যাপারে মত বিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম দেই, তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তা পালন কর। আর যখন কোন কাজ করতে বারণ করি, তা থেকে বিরত থাক। (মুসলিম)

١٢٧٣- وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ مَبْرُوْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৩. হযরত আবু হুরায়ারা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।” জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তারপর কোন্ কাজটি ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ “তারপরে উত্তম হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।” জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তারপর কোন্টি। জবাব দিয়েছিলেন ঃ “তারপর হচ্ছে, মাবরূর (মাকবুল) হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٤- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করে, তার মধ্যে বাজে কথা বলে না এবং কোন গুনাহর কাজও করে না, সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পাক পবিত্র হয়ে ফিরে যায় যেন তার মা তাকে (এখনই) প্রসব করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٥– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক উমরা থেকে অন্য উমরা পর্যন্ত সময়টি অন্তরবর্তীকালীন গুনাহর কাফ্‌ফারা হয়। আর মাবরূর (মাকবুল) হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٦– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰه ﷺ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : « لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৭৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো দেখছি জিহাদই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাহলে আমরা জিহাদ করবো না। কেন? জবাব দিলেন ঃ তোমাদের জন্য মাবরূর (মাকবুল) হজ্জই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। (মুসলিম)

١٢٧٧– وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিনের চাইতে বেশী (সংখ্যায়) আর কোন দিন আল্লাহ বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন না। (মুসলিম)

١٢٧٨– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রমযান মাসে উমরা করা হজ্জের সমান। অথবা (বলেছেন) আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٩– وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ فَرِيضَةَ اللّٰه عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমি দেখছি আমার

পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি সাওয়ারীর পিঠে বসতে সমর্থ নন। তাঁর পক্ষ থেকে কি আমি হজ্জ করতে পারি? জবাব দিলেন, হ্যাঁ, করতে পার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٠– وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ ؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৮০. হযরত লাকীত ইব্ন আমির (রা.) আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন ঃ আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর হজ্জ ও উমরা করার এবং এজন্য সফর করার ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন ঃ তুমি নিজের পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর। (আবূ দাউদ ও মিরমিযী)

١٢٨١– وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يُزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: حُجَّ بِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮১. হযরত সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে সাথে নিয়ে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করা হয়। সে সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর। (বুখারী)

١٢٨٢– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ ؟» قَالُوْا: اَلْمُسْلِمُوْنَ، قَالُوْا: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: «رَسُوْلُ اللّٰهِ» فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেনঃ) রাওহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো কিছু সাওয়ারের সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা ? তারা বললো ঃ আমরা মুসলমান। তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে একটি মেয়ে তার বাচ্চাকে সামনে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরও কি হজ্জ হয়ে যাবে। তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, হয়ে যাবে, তবে সাওয়াবটা পাবে তুমি। (মুসলিম)

١٢٨٣– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাওদার উপর হজ্জ করেন এবং নিজের মালপত্রও তার উপর রাখেন। (বুখারী)

١٢٨٤– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذُوْ الْمَجَازِ أَسْوَقًا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوْا أَنْ يَتَّجِرُوْا فِيْ الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ : "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨) فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে উকায, মাযান্নাহ ও যুল-মাজায ছিল তিনিটি বাজার। (যখন ইসলামের যুগ শুরু হলো) লোকেরা হজ্জের মওসূমে ঐ তিনটি বাজারে ব্যবসা করা গুনাহ মনে করতে লাগলো। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "তোমরা হজ্জের মওসূমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (হালাল রিযিক) সন্ধান করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই"। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮) (বুখারী)

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ফযীলত।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة : ٣٦)

"আর ঐ মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে, আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সংগে আছেন।"(সূরা তাওবা ঃ ৩৬)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ (البَقَرَة : ٢١٦)

"জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে অথচ তা (স্বাভাবিকভাবে) তোমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে অপসন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য ভাল নয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (التوبة : ٤١)

"তোমরা ভারী ও হাল্‌কা যাই হোক না কেন (আল্লাহ্‌র পথে) বের হও আর জিহাদ কর তোমাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে।" (সূরা তাওবা ঃ ৪১)

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَـرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَـهُمْ وَأَمْـوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّـةَ
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْـهِ حَقًّا فِىْ التَّـوْرَاةِ
وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (التوبة : ١١١)

"অবশ্য আল্লাহ্ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও ধন খরীদ নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, যাতে তারা হত্যা করে ও তাদেরকে হত্যা করা হয়। তার উপর সাচ্চা ওয়াদা করা হয়েছে তাওরাতে, ইন্জীলে ও কুরআনে আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করে? কাজেই যে কেনা-বেচার সাথে তোমরা সংযুক্ত হয়েছ - তার জন্য তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর। আর এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।" (তাওবা ঃ ১১১)

لاَ يَسْتَوِىْ الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ٩٥ ، ٦٩)

"যেসব মুসলমান বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা উভয়ে সমান হতে পারে না। যারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর আল্লাহ্ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আল্লাহ্ সবাইকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মুজাহিদদেরকে আল্লাহ ঘরে বসে থাক লোকদের উপর বিরাট প্রতিদান দিয়েছেন। অর্থাৎ অনেক মর্যাদা যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে এবং মাগফিরাত ও রহমত। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা নিসা ঃ ৯৫, ৯৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ؟
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.،

وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
(الصف : ١٠-١٣)

“হে ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাবে ? তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর ও তাঁর রাসূলের উপর এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন ও প্রাণের সাহায্যে। এটিই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা (যথার্থ) জ্ঞান রাখ। আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট গৃহে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সফলতা। আর একটি বিষয় তোমরা ভালোবাস ঃ (সেটি হচ্ছে) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়। কাজেই মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দান কর।” (সূরা আস্-সাফ ঃ ১০-১৩)

١٢٨٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « إِيْمَانٌ بِاللّٰه وَرَسُوْلِه » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ مَبْرُوْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি উত্তম ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোন্টি। জাবাব দিলেন ঃ ‘মাবরূর (আল্লাহ্র কাছে মকুবল) হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ، أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : « اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰه » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলমা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কাছে কোন কাজটি সবচে প্রিয় ? জবাব দিলেন, যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٧– وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « اَلإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭. হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٧– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٨– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম। তিনি জবাব দিলেন ঃ সেই মু'মিন (সর্বোত্তম) যে আল্লাহ্‌র পথে নিজের প্রাণ ও ধন দিয়ে জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ এমন মু'মিন যে কোন গিরিপথে বসে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٠– وَعَنْ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯০. হযরত সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। আর তোমাদের কেউ যদি জান্নাতে এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পায় তাহলে তা দুনিয়া ও তার উপর যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। আর সন্ধ্যে আল্লাহ্‌র পথে

(জিহাদের জন্য) বের হওয়া অথবা সকালে বের হওয়া দুনিয়া ও তার উপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩١- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الفَتَّانَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯১. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন ও একরাত স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাস ধরে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদাত করার চেইতে বেশী মূল্যবান। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল মরার পরও তা তার জন্য জারী থাকবে। তার রিযকও জারী থাকবে এবং কবরে পরীক্ষা থেকেও সে থাকবে সংরক্ষিত। (মুসলিম)

١٢٩٢- وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه إلاَّ المُرَابِطَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمِىْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১২৯২. হযরত ফুদালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মৃত্যর পর প্রত্যেক মৃতের আমল খতম করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং কবরের ফিত্না থেকেও সে সংরক্ষিত খাতবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٩٣- وَعَنْ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৯৩. হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র পথে একদিন স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিন অন্য (নেকীর) কাজে লিপ্ত থাকার চাইতে উত্তম। (তিরমিযী)

١٢٩٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ

وَإِيْمَانُ بِيْ وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَبَدًا ، وَلٰكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّى ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِى أَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوُ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُوَفَأُقْتَلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে বের হয়েছে আল্লাহ্ তার যিম্মাদার হবেন, আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে (দূত) সত্য বলে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন কারণ যাকে ঘরছাড়া করেনি, আল্লাহ্ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন (যদি সে শহীদ হয়ে গিয়ে থাকে) অথবা সেই গৃহের দিকে তাকে সফলভাবে প্রত্যাবৃত্ত করবেন সাওয়াব অথবা গনীমাত সহকারে, যেখান থেকে সে (জিহাদের জন্য) বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার হাতের মুঠোয় তাঁর কসম, সে আল্লাহর পথে যে কোন আঘাত পাবে তা তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এমনভাবে হাযির করবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ, তার গন্ধ হবে মিশ্‌কের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম মুসলমানদের উপর যদি আমি এটা কঠিন মনে না করতাম তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনো পেছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি যার ফলে সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি আর না মুসলমানদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পেছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাবো। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্য আমি আশা করি ঃ আমি আল্লাহর পথে জিহাদে যাবো এবং এতে শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো। (মুসলিম)

١٢٩٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : « مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে আহতদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না যে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে না যার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে না। এর বর্ণ হবে রক্তবর্ণ এবং এর গন্ধ হবে মিশ্‌কের গন্ধ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٦– وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِىْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১২৯৬. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যাকে আল্লাহ্‌র পথে আহত করা হয়েছে অথবা যার গায়ে কোন আঁচড় কাটা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে তাকে একে বারে তরতাজা যেমনটি সে তার সংঘটনকালে ছিল ঠিক তেমনটি নিয়ে হাযির হবে। এর রং হবে জাফরানী এবং গন্ধ হবে মিশ্‌কের। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٩٧– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِىْ هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِىْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১২৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী একটি গিরিপথ অতিক্রম করছিলেন। সেই গিরিপথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝরণা। ঝরণাটি তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি মনে মনে বললেন ঃ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি আমি এই গিরিপথে অবস্থান করতে পারতাম তাহলে বড়ই ভালো হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমি এটা করতে পারি না। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বললেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন না ঃ এমনটি কর না। কারণ তোমাদের কারোর আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করা নিজের ঘরে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চাইতে অনেক বেশী

ভাল। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ও তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটা কি তোমরা পসন্দ কর না? আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ক্ষণিকের জন্যও জিহাদ করে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

١٢٩٨- وَعَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟
قَالَ: « لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ » فَأَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ:
« لاَتَسْتَطِيْعُوْنَه ! » ثُمَّ قَالَ: « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ
الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِأٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَفْتُرُ: مِنْ صِيَامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، حَتّٰى يَرْجِعَ
الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কাজটি (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আল্লাহর পথে জিহাদের সমকক্ষ ? জবাব দিলেন ঃ তোমরা কি জিহাদ করার শক্তি রাখো না? সাহাবা কিরাম (রা.) এ প্রশ্নের দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর তিনি প্রত্যেকবারই একই জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ "তোমরা কি জিহাদের শক্তি রাখো না ?"তারপর বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদের উদাহরণ হচ্ছে রোযাদার, নামায আদায়কারী ও কুরআনের আয়াত বিনীত হৃদয়ে একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াতকারীর মত যে ঐ আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত নামায ও রোযায় লেগে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) তবে হাদীসে ইমাম মুসলিম আনীত হাদীসের শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

١٢٩٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ
رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ
هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِيْ
غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيْمُ
الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ
إِلاَّ فِيْ خَيْرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সব সময় আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তৈরী থাকে। যেখানেই সে শুনতে পায় কোন বিপদ বা পেরেশানীর কথা সংগে সংগেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাতাসের বেগে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা ও মৃত্যুকে তার পথে তালাশ করতে থাকে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তির জীবন যে

পর্বতের চূড়ায় বা উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল সংগে করে নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও মৃর্তু পর্যন্ত নিজের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদাত করে এবং মানুষের কল্যাণ ছাড়া সে আর কিছুই করে না। (মুসলিম)

١٣٠٠– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে ১০০ টি দরজা। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্‌ তা তৈরী করছেন। তার দু'টি দরজার মাঝখানের দূরত্বটি আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমান। (বুখারী)

١٣٠١– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ ، فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » قَالَ : وَمَا هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ».

১৩০১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছে, ইসলামকে দীন (একমাত্র জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল বলে স্বীকার করে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে"। আবু সাঈদের কাছে এ কথাটি অদ্ভুত মনে হলো। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! কথাটি আমাকে আবার বলুন। কাজেই তিনি তার জন্য কথাটির পুণরাবৃত্তি করলে তারপর বললেন ঃ আর একটি বিষয় রয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ্‌ জান্নাতে তার বান্দার ১০০ টি মর্যাদা বুলন্দ করে দিবেন। আর তার প্রত্যেক দু'টি মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের ব্যবধানের মতো। হযরত আবু সাঈদ (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! সেটা কি ? জবাব দিলেন ঃ "সেটা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ আল্লাহর পথে জিহাদ"। (মুসলিম)

١٣٠٢– وَعَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوّ ، يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ » فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ : يَا أَبَا مُوْسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : « أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ » ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّى قُتِلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩০২. হযরত আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু মূসা আল্‌-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) কাছ থেকে শুনেছি। তিনি শত্রুর উপস্থিতিতে বলছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত"। (একথা শুনে) উস্‌কো খুশ্‌কো চেহারার এক ব্যক্তি বললেনঃ হে আবূ মূসা! আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি তার সাথীদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি নিজের তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চলে গেলেন এবং তাদের সাথে লড়াই করতে থাকলেন ঃ এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

١٣٠٣– وَعَنْ أَبِى عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ : « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩০৩. হযরত আবু আব্‌স আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে বান্দার দু'টি পা ধুলি ধূসরিত হবে এবং আবার তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না"। (বুখারী)

١٣٠٤– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَيَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبْنُ فِى الضَّرْعِ ، وَلاَيَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে সে জাহান্নামের প্রবেশ করবে

না, এমনকি দুধ দোহন করে নেয়ার পর আবার ঐ স্তন্যে ফেরত যাবে (তবুও সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না)। আর বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র পথের ধুলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হতে পারবে না। (তিরমিযী)

١٣٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "দু'টি চোখকে কোন দিন দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে আর যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে সারারাত পাহারা দিয়েছে"। (তিরমিযী)

١٣٠٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩০৬. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম দেয় সেও মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হয় আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের দেখাশুনা করে সেও মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٠٧- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩০৭. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সবচাইতে ভালো দান হচ্ছে আল্লাহর পথে ছায়ার জন্য একটি তাঁবু দান করা। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য একটি খাদিম দিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর পথে (মুজাহিদকে) একটি উট দেয়া"। (তিরমিযী)

١٣٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهَ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ : « أَئْتِ فُلَانًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

وَيَقُوْلُ : أعطِنِىْ الَّذِىْ تَجَهَّزْتَ بِهِ ، قَالَ يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيْهِ الَّذِىْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِى عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللّٰهِ لاَ تَحْبِسِى مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩০৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক যুবক বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জিহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার কাছে জিহাদের সরঞ্জাম নেই। তিনি জবাব দিলেন ঃ উমুকের কাছে যাও। কারণ সে জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি করেছিল কিন্তু তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গেল এবং তাকে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন। জিহাদে যাওয়ার জন্য আপনার যা কিছু সরঞ্জাম রয়েছে তা সব আমাকে দিয়ে দিন। সে তার (স্ত্রীকে) বললো ঃ হে উমুক ! আমি যা কিছু সরঞ্জাম তৈরী করেছিলাম সব একে দিয়ে দাও। তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও রেখে দিবে না। কারণ আল্লাহ্র কসম! তার মধ্য থেকে কোন একটিও যদি তুমি রেখে দাও, তাহলে আল্লাহ্ তার মধ্যে তোমাকে বরকত দান করবেন না। (মুসলিম)

١٣٠٩– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِىْ لَحْيَانَ ، فَقَالَ : « لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : « لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ » ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : « أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ ».

১৩০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মুজাহিদদের একটি দলকে) বনী লাহয়ান গোত্রের দিকে পাঠান এবং বলেন ঃ প্রত্যেক দু'জনের মধ্যে একজনের জিহাদে যেতে হবে এবং সাওয়াব তারা দু'জনই পাবে। (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা আছে ঃ প্রত্যেক দু'জনের মধ্য থেকে একজন যেন জিহাদের জন্য বের হয়। তারপর গৃহে অবস্থানকারীকে বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীদের পিছনে তাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের সাথ ভালো ব্যবহার করবে সে মুজাহিদের সাওয়াবের অর্ধেক লাভ করবে"।

١٣١٠– وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ قَالَ : « أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ » فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১০. হযরত বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি প্রথমে জিহাদ করবো, না প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করবো ? জবাব দিলেন ঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর তারপর জিহাদ কর। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো, তারপর জিহাদে লিপ্ত হলো এবং শহীদ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি সামান্য আমল করলো কিন্তু বিপুল প্রতিদান লাভ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١١– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না যদিও সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিস সে লাভ করে। তবে শহীদ যখন তার মর্যাদা দেখবে, সে আকাংক্ষা করবে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসার এবং দশবার আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٢– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “মহান আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সব কিছু (গুনাহ্) মাফ করে দিবেন”। (মুসলিম)

١٣١٣– وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَالْإِيْمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ ، مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذٰلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৩. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনাই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্য যদি তুমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাও এবং (এর উপর) অবিচল থাক, ঈমান সহকারে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এ কাজ্ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাক, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি (এখনি) কি বলছিলে ? ঐ ব্যক্তি বললোঃ আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাই তাহলে এতে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্য, যদি তুমি অবিচল থাক, ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় এ কাজ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাকে, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। তবে ঋণ মাফ করা হবে না, জিব্রীল (আ.) আমাকে একথাই বলে গেলেন। (মুসলিম)

١٣١٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : « فِيْ الْجَنَةِ » فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান হবে কোথায় ? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার স্থান হবে জান্নাতে। (একথা শুনে) ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে যে খেজুরগুলো ছিলো সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করল। (মুসলিম)

١٣١٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى بَدَرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيءٍ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَهُ » فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ » قَالَ : يَقُوْلُ عُمَيْرُ بنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : بَخٍ بَخٍ ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ » قَالَ :

لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا » فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيّتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ ! فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম (রা.) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বে বদরে পৌঁছে গেলেন। মুশরিকরাও এসে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই তোমাদের কেউ যেন কোন কিছুর দিকে এগিয়ে না যায়। তারপর যখন মুশরিকরা কাছে এসে গেলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এবার তৈরী হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উমাইর ইবনুল হুমাম আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান? জবাবে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এতে অবাক হবার কি আছে, যে তুমি একেবারে বাহ্ বাহ্ বলে উঠলে? উমাইর (রা.) বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম তা নয়। একথা আমি কেবলমাত্র এই আশায় বলেছিলাম যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি। জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী। একথা শুনে উমাইর (রা.) নিজের তীরদানী থেকে খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে থাকলেন। তারপর বলতে লাগলেন ঃ যদি আমার এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই তাহলে তো অনেক সময় লাগবে। তাঁর কাছে যা খেজুর ছিল সবগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

١٣١٦- وَعَنْهُ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ ، فِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامُ ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُوْنَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ ، وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ ، فَيَضَعُوْنَهُ فِيْ الْمَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ ، وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلْفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوْا الْمَكَانَ ، فَقَالُوْا : أَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا ، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ :

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَإِنَّهُمْ قَالُوْا : اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيْنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কয়েকজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলো। তারা বললো ঃ আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠিয়ে দিন যারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাদান করবে। তিনি সত্তর জন আনসারকে তাদের সাথে পাঠালেন। তাদের ক্বারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাদের সাথে ছিলেন আমার মামা হারামও। তাঁরা কুরআন পড়তেন এবং রাতে কুরআনের দরস দিতেন ও শিক্ষার কাজে মশগুল থাকতেন। দিনের বেলা তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন ও কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে আহলে সুফ্‌ফাহ ও কপর্দক শূণ্য দরিদ্রদের জন্য খাবার কিনতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাহাবাদেরকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাবার আগেই এই সাহাবাদেরকে হত্যা করলো। তাদের প্রত্যেকে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমাদের পয়গাম আমাদের নবীর কাছে পৌছিয়ে দিয়ো যে, আমরা তোমার কাছে পৌছে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি আনাসের মামা হারামের কাছে এলো পেছন থেকে এবং তাঁকে বর্শা বিদ্ধ করলো। বর্শাটি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। হারাম (রা.) বললেন ঃ কা'বার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমারদের ভাইদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং তারা (মৃত্যুকালে) বলেছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে আমাদের পক্ষ থেকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার কাছে এসে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٧- وَعَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ ، لَئِنِ اللّٰهُ أَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرِيَنَّ اَللّٰهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِيْ أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِيْ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبَّ النَّضْرِ ، إِنِّيْ أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ ! قَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً

بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآَيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ : مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضٰى نَحْبَهُ إِلٰى آخِرِهَا (الأحزاب : ٢٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার চাচা আনাস ইব্ন নদর (রা.) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে সব যুদ্ধ হবে তাতে যদি আমি শরীক থাকি তাহলে আল্লাহ দেখে নিবেন আমি কি করি। কাজেই যখন ওহুদের যুদ্ধ হলো এবং মুসলমানরা বাহ্যত পরাজয় বরণ করলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.) এসে গেলেন। তখন বলতে লাগলেন ঃ হে সা'দ ইবন্ মু'আয! নদরের রবের কসম! ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। সা'দ ইবন্ মু'আয (রা.) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন আমি নিজে তা করতে পারিনি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাঁর (আনাস ইব্ন নদর) শরীরে পেলাম আশিরও বেশী তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং মুশরিকরা তাঁর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। তাঁর বোন ছাড়া কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না এবং তিনিও তাঁকে চিনলেন তাঁর আঙুলের ডগাগুলো দেখে। হযরত আনাস (রা). বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একথা মনে করি এবং আমাদের মত হচ্ছে এই যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ .... "মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা তাদের লক্ষ্যে পৌছে গেছে" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা আহ্যাব ঃ ২৩) (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٨– وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارِ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৮. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আজ রাতে দু'জন লোককে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে সাথে নিয়ে একটি গাছে চড়ালো। তারপর আমাকে একটি গৃহে নিয়ে গেলো সেটা ছিল বড়ই সুন্দর ও বড়ই চমৎকার। তার চাইতে সুন্দর গৃহ আমি আর দেখিনি। তারা দু'জন বললোঃ এটি হচ্ছে শহীদদের গৃহ। (বুখারী)

١٣١٩– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمَّ حَارِثَةَ بْنَ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنَّ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ : « يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন উম্মে রাবী' বিনতে রাবা'আত (রা.) আর তিনি হচ্ছেন উম্মে হারিসা ইব্ন সুরাকা। উম্মে রাবী' (র.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে হারিসা (রা.) সম্পর্কে কিছু বলবেন না? আর এই হারিসা বদরের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যদি সে (হারিসা) জান্নাতে থাকে তাহলে আমি সবর করবো। আর যদি এছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করে নিজের মনের আকাংক্ষা মিটিয়ে নিই। তিনি জবাব দিলেন ঃ হে উম্মে হারিসা (হারিসার মা)! জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে আর তোমার ছেলে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

١٣٢٠– وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جِيءَ بِأَبِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২০. হযরত জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো। তাঁর চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁর লাশটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রেখে দেয়া হলো। আমি তাঁর চেহারা থেকে চাদর উঠাতে লাগলাম। এতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ফিরিশতারা সব সময় তাঁর ওপর নিজেদের ডানা দিয়ে ছায়া করে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২১. হযরত সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত লাভের জন্য দু'আ করে তাহলে মৃত্যু বরণ করলেও মহান আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। (মুসলিম)

١٣٢٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাতের আকাংক্ষা করে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, যদিও সে শহীদ না হয়ে থাকে"। (মুসলিম)

١٣٢٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِن مَسِّ الْقَرْصَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩২৩. হযরত আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল ততটুকুই অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

١٣٢٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّمِهِ إِلَى لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِيْ النَّاسِ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ » ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুশমনের সাথে মুকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন এবং তিনি সুর্যাস্তের

অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! দুশমনের সাথে সাক্ষাতে আকাংক্ষা করো না বরং নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এরপর যখন দুশমনের সাথে মুকাবিলা হয় তখন অবিচল থেকো। আর জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী ও দলকে পরাজয়দানকারী, ওদেরকে পরাজয় দান কর এবং আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢٥– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩২৫. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি সময় আছে যখন (দু'আ করলে তা) প্রত্যাখ্যান করা হয় না অথবা (বলেছেন) খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয়। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময় যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ চলে প্রচণ্ডভাবে। (আবূ দাঊদ)

١٣٢٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩২৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদ করতেন, বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমিই আমার ভরসাস্থল, তুমিই আমার সাহায্যকারী,তোমারই দিকে আমি দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তোমারই শক্তির সাহায্যে আমি আক্রমণ করছি ও তোমারই শক্তিতে লড়াই করছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٢٧– وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১৩২৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন জাতি থেকে কোন প্রকার দুশমনীর আশংকা অনুভব করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে কাফিরদের প্রতিযোগী বানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (আবু দাউদ)